প্রথম দিন

Vol. 5 Issue 1 5th February-2016

Jalsa Bulletin-2016
জলসা বুলেটিন-২০১৬

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
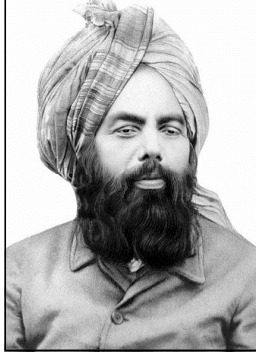
প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর ভাষায় জলসার গুরুত্ব

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেছেন-

"জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে। যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। এ সব জলসায় যোগদানের ফলে তাদের একটি সামাজিক কল্যাণও লাভ হয় আর তা হলো-

২য় পৃষ্ঠা ১ক দেখুন

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এই জলসায় সরাসরি সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করবেন। ইনশাআল্লাহ্।

আজ থেকে শুরু হচ্ছে ৯২তম সালানা জলসা বাংলাদেশ

আল্লাহ তা'লার অশেষ ফজলে আজ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৯২তম জলসা সালানা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪নং বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ।

যে জলসা ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে আহমদীয়তের ৭৫ জন বিদগ্ধ মহান ব্যক্তিদের নিয়ে অজানা অচেনা নিভৃত এক জনপদ কাদিয়ান থেকে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিলো সেই জলসাই আজ হাজারো স্থানে হাজার হাজার পাগলপারা মসীহ প্রেমিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর এ জলসা এখন কেবল জলসাগাহেই সীমাবদ্ধ নয়, MTA -এর সম্প্রচারে সারা বিশ্বের ২০৮টি দেশের কোটি কোটি মানব হৃদয়ের পিপাসা মেটাতে অমৃত সুধা বিতরণে সঞ্জীবিত ও বিমোহিত করে চলছে। আমাদের ৯২তম জলসাও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি দেখা যাবে।

সালানা জলসার এই যে, মনোহারী রূপ তা আচমকা কোন ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালামের কাছে আল্লাহ্ তা'লা আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ইলহামের মাধ্যমে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেনঃ

ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন 'আমীক

অর্থাৎ যদিও এখন তুমি একা কিন্তু তোমার কাছে এমন যুগও আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। দলে দলে লোক দূর দূরান্তের দেশ থেকে তোমার কাছে আসবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই শান ও শওকতের সাথে পূর্ণ হয়ে চলছে। চরম বিরোধিতা নির্জলা মিথ্যারোপ ও চক্রান্ত সত্ত্বেও খোদা তা'লা এ জামা'তকে বাড়িয়ে চলছেন। জামাত একদিকে দিন দিন জাঁকজমকের

৩য় পৃষ্ঠা ১ক দেখুন

ভেতরের পাতায়

জলসা উপলক্ষে আগত হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের সাহেব-এর জলসা বুলেটিনে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকার

জ.বু: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

প্রতিনিধি: ওয়া আলাইকুমুছছলাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

জ.বু: বাংলাদেশের জলসা উপলক্ষ্যে এবং জলসা বুলেটিনের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

জ.বু: আপনার জন্ম কবে ও কোথায়?

প্রতিনিধি: আমার জন্ম হয় ১৮ মার্চ, ১৯৫১ সালে, পাকিস্তানের গুজরাট জেলার গোলে গ্রামে।

জ.বু: আপনার পিতা এবং মাতার নাম?

প্রতিনিধি: আমার শ্রদ্ধেয় পিতার নাম সৈয়দ শওকত আলী সাহেব এবং মাতা শ্রদ্ধেয়া মরহুমা সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা।

জ.বু: কিভাবে ওয়াকফে জিন্দেগীতে শামিল হলেন?

প্রতিনিধি: আমার শ্রদ্ধেয়া মাতার ইচ্ছায় এবং বাহাওয়ালপুর জামাতের আমীর সাহেব আমাকে ওয়াকফ করার তাহরীক করেন যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে ওয়াকফে জিন্দেগীর বরকত পূর্ণ তাহরীকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন জানাই। এছাড়া আমার আম্মার ছোট বেলা থেকেই এই ইচ্ছা ছিল যে, আমাকে ওয়াকফ করবে। কিন্তু তখন ওয়াকফ কি জিনিস তা আমার জানা ছিল না, তবে আমার আম্মা সব সময় বলতেন,

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে,)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছেন:
"জামা'তে আহমদীয়ার যে ব্যবস্থাপনা তা সমস্ত পৃথিবীতে এক রকম। কোথাও কোন স্ব-বিরোধীতা নেই। আমাদের জামা'তের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থাপনা তা পৃথিবীর কোথাও কোন ছোট বা বড় সমাবেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটার কিছু দিক আছে তা আমি পরিস্কার করে বর্ণনা করতে চাই। সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা তো হচ্ছে আপনারা নিজেরা। যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনাদের মনে হয় তার দ্বারা কোন ক্ষতি হতে পারে সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে কয়েকটি কথা লিখে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিন। আমার উপদেশ হচ্ছে আগমনকারী এবং যারা অবস্থান করছেন সকলেরই নিজেদের ডানে আর বামে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি কেউ কোন অঘটন ঘটাতে চায় তো তাকে দ্রুত কাজ করতে হবে, তাই আমরা নিজেদের চার পাশে সজাগ দৃষ্টি রাখলে তাদের পক্ষে কোন ধরনের অঘটন ঘটানো সম্ভব নয়।"

নামাযের সময়সূচি

- জুম্'আর নামাযের সাথে আসরের নামায জমা করে পড়া হবে। আযান ১২:৩০ খুতবা শুরু হবে দুপুর ১:১৫
- মাগরিব-এশার নামায ৬.০০-৬.৫০ মি.
- তাহাজ্জুদ নামাযের বেদারী ৪.৩০। নামায শুরু ৪.৪৫ মি.।
- ফজরের আযান ৫:৩০ এবং নামায দাঁড়াবে ৫:৪৫ মিনিটে।

জলসার গুরুত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে শামিল হবেন, ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তারা তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ অজ্ঞতাপূর্ণ কাঠিন্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে সাহায্য যাচনা করা হবে। এছাড়া বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল ক্বদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

এখানে এমন জলসায় যোগদানে আকাঙ্খী স্বল্প আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। ... এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ আছে সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়) প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদা তা'লা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে পুণ্য দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ -ক্লেশ বিফলে যায় না। এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না, এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামা'তের ভিত্তি প্রস্তর খোদা তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।

(মজমুয়া ইশ্তিহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৩৪৩)

আজকের অনুষ্ঠান:

জলসা শুরু : দুপুর ৩টায়

সভাপতি:
মোহতরম সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের, হুজুর(আই.) কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি।

উদ্বোধনী ভাষণ :
হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি।

বক্তৃতা পর্ব:

মহান আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী :
মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন
মুরুব্বী সিলসিলাহ

বিশ্ব শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.) :
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ

কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও কুরআন চর্চা :
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফার খুতবা সরাসরি সম্প্রচারিত হবে- সন্ধ্যা ৭:০০-৮:০০

এছাড়াও রয়েছে -

বিয়ের এলান ও তবলীগী প্রশ্নোত্তর সভা

বিশেষ সাক্ষাৎকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পড়াশুনা শেষ করার পর তোমাকে হুযূরের কাছে পেশ করব, তিনি যে কাজে এবং যেখানে লাগান তাই করবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-কে একবার ছোট বেলায় আমার আম্মা বলেছিলেন যে, এই ছেলে মুরব্বী হবে, আপনি দোয়া করবেন, এতে হুযূর (রাহে.)-এর পবিত্র হাত আমার মাথায় রেখে দোয়াও করেছিলেন। আর মূল বিষয় হলো, মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় ওয়াকফের তৌফিক লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

জ.বু: আপনি ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে কোথায় কোথায় দায়িত্বপালন করেছেন?

প্রতিনিধি: পাকিস্তানে ৫ বছর, ঘানা (পশ্চিম আফ্রিকা) ৪ বছর , সিয়েরালিওনে ৪ বছর, আমেরিকাতে ১৯৮৭ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত রয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।

জ.বু: সেই সাথে আপনার কর্মময় জীবনের কিছু অংশ উপস্থাপন করার অনুরোধ করছি।

প্রতিনিধি: আমি একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি, আল্লাহ্ তা'লার জামাতে কাজ করতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এবং সমর্থন প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের সফল করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছানো দরকার। সে সমস্ত স্থানেও পৌঁছানো উচিত যেটির কেউ কল্পনাও করে নি। আমি আমার নিজ চোখে আহমদীয়াতের শত্রুদের ব্যর্থ, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতে দেখেছি এবং আহমদীয়াতের উন্নতি প্রতিদিন আমার চোখের সামনে এসে থাকে। এতে বুঝা যায় যে, জামাতে আহমদীয়া খোদা তা'লার লাগানো বৃক্ষ। আমি অনেক দেশে গিয়েছি, প্রত্যেক স্থানে লোকদের মাঝে আহমদীয়াত ও ইসলামের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দেখেছি। খলীফাতুল মসীহর সাথে তাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক দেখেছি। আমার জন্য সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হল আমার ওয়াকফ করা আর এই ওয়াকফের ফলে খোদা তা'লা তাঁর ফজলের বৃষ্টিধারা আমার জন্য বর্ষণ করেছেন, আর এটিই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

> যুগ খলীফাকে ব্যক্তিগত দোয়ার জন্য বেশি বেশি পত্র লিখুন, খলীফার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করুন। খলীফার সকল কথার ওপর পরিপূর্ণ আমল করুন।

জ.বু: বাংলাদেশের সালানা জলসায় কি আপনি এই প্রথমবার? বাংলাদেশের আপনার কেমন লাগছে?

প্রতিনিধি: হ্যাঁ, বাংলাদেশ জলসায় আমার এবারই প্রথম। যখন আমি শুনেছি বাংলাদেশে আসছি এই সংবাদে তখন আমি এই সৌভাগ্যে খুবই খুশি হয়েছি। এখানে এসে আমার বেশ ভালো লাগছে। ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ এবং লোকদের মাঝে আন্তরিকতা দেখছি, মসজিদ কমপ্লেক্স এবং বিভিন্ন দফতর ও এমটিএ স্টুডিও দেখেছি, অনেকের সাথে স্বাক্ষাৎ হয়েছে, আমার খুব আনন্দ লাগছে। জামেয়ায় পড়াকালীন সময়ে মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব, মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালী সাহেব, তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখেছি। আমেরিকাতেও বাঙ্গালীদের দেখেছি, তারাও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক, জামাতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখে।

জ.বু: বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য আপনার কোন নসীহত?

প্রতিনিধি: বাংলাদেশের আহমদীদেরকে আমি এটাই বলতে চাই, খেলাফতের সাথে আপনারা সম্পৃক্ত থাকুন আর এরই মাঝে আমাদের সকল উন্নতি নিহিত রয়েছে। যুগ খলীফাকে ব্যক্তিগত দোয়ার জন্য বেশি বেশি পত্র লিখুন, খলীফার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করুন। খলীফার সকল কথার ওপর পরিপূর্ণ আমল করুন।

জ.বু: জলসা বুলেটিনে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং যাযাকাল্লাহ্।

প্রতিনিধি: আপনাকেও যাযাকাল্লাহ্।

স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন

জলসা গাহের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্থান সমূহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাথে অগ্রসর হচ্ছে অপর দিকে এর বিরোধীরা নাস্তানাবুদ হয়ে চলছে সর্বক্ষেত্রে।

বরকতপূর্ণ এই জলসায় অংশগ্রহ-ণকারী সবার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে রইলো শুভকামনা। যারা শত কষ্ট উপেক্ষা করে এই বরকতপূর্ণ জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন আপনারা সবাই নিরাপদে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে ফিরে যাওয়ার জন্যও আমরা দোয়া করি। যারা বিভিনন্ন সস্থান থেকে আসছেন তাদের জন্যও দোয়া করা উচিত যেন নিরাপদে তারা গনন্তব্যে পৌঁছতে পারে।

- **ক্যান্টিন:** নতুন বিল্ডিং-এর উত্তর পাশে।
- **বাথরুম:** মসজিদ ভবনের নিচ তলার পূর্ব পাশে ও নতুন বিল্ডিং-এর বিভিন্ন তলার পূর্ব এবং পশ্চিম পাশে
- **খাবার খাওয়ার স্থান:** নতুন বিল্ডিং-এর ২য় তলার পূর্ব পাশে
- **রাতে ঘুমানোর ব্যবস্থা:** সকল ফ্লোরের বারান্দায় (৫ম তলা ব্যতীত) এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলায় জামেয়ার হল রুম ও ক্লাসরুম।
- **জলসা শুনার ব্যবস্থা:** সকল ফ্লোরে সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে শুনা যাবে
- **মোহাফেজ খানা:** জলসা গাহের পিছনে (পূর্ব পাশে)
- **চিকিৎসা:** গ্রাউন্ড ফ্লোরের মাঝের সিড়ির বাম পাশে।
- **রেজিস্ট্রেশন:** নতুন বিল্ডিং-এর নিচ তলার জেনারেটারের পাশে (উল্লেখ্য যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ছবি তুলা আবশ্যক)
- **জলসা অফিসারের অফিস:** ৩য় তলার মাঝের সিড়ির ডান পাশের কক্ষ
- **বুক স্টল:** গ্রাউন্ড ফ্লোরের মাঝের সিড়ির বাম পাশে।
- **নিরাপত্তা/ শৃঙ্খলা অফিস:** কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বে (হোমিও চিকিৎসালয়ের সাথের কক্ষ)
- **লাইব্রেরী:** নতুন বিল্ডিং- এর ২য় তলার পূর্ব পার্শ্বে
- **কম্বল সংগ্রহের স্থান:** ৪র্থ তলার পূর্ব পার্শ্বে সিড়ির সাথে লাগোয়া কক্ষে কম্বল দেয়া হয়।
- **নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেকোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য** যোগাযোগ করুনঃ জনাব এ্যাড. আব্দুস সামাদ সাহেব (উমরে আমা) মোবাইলঃ ০১৭১১৬৪৬৩৭২

সুদূর আমেরিকা থেকে আগত আব্দুল লতীফ বেনেট সাহেবের সাক্ষাৎকার

জলসা বুলেটিন: সর্বপ্রথম আপনার নাম পূর্ণ নাম জানতে চাচ্ছি।

আ. লতীফ: আমার সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে আব্দুল লতীফ বেনেট।

জ বু: আপনি কি আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ করেছেন?

আ. লতীফ: জ্বি আমি আমার জন্ম আমেরিকায়।

জ বু: আপনি কি জন্মগত আহমদী নাকি আপনি বয়আত গ্রহণ করেছিলেন?

আ. লতীফ: আমি বয়আতকৃত আহমদী। আমি ১৯৯৫ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলাম।

জ বু: আপনি আমেরিকার কোন প্রদেশে বসবাস করেন?

আ. লতীফ: আমি বালটিমোর প্রদেশ থেকে এসেছি।

জ বু: আপনি বললেন যে, আপনি বয়আতকৃত আহমদী এবং ১৯৯৫ সনে বয়আত করেছিলেন, তো আপনি কি একা বয়আত করেছিলেন নাকি পরিবারের সাথে?

আ. লতীফ: জ্বি আমি একা বয়আত করেছিলাম এবং বয়আতের পূর্বে আমি খ্রিস্টান ছিলাম।

জ বু: আপনি কিভাবে আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছিলেন?

আ. লতীফ: আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'ইসলামী নীতি দর্শন' পড়ে আহমদী হয়েছিলাম। আর এই পুস্তকটি আমি একটি বইমেলায় পেয়েছিলাম। আমাদের প্রদেশে একটি বইমেলা হচ্ছিল যেখানে আহমদীদের একটি স্টল দেয়া হয়েছিল। সেখানে আব্দুল্লাহ্ নামের এক ভদ্রলোক আমাকে এই বইটি দিয়েছিলেন। আমি এই বইটি পড়ে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারি এবং আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আমি সেই ভদ্রলোকের সাথে যোগাযোগ করি এবং এই বইয়ের লেখক সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি আমাকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানান। এরপর আমি তার বাসায় যাই এবং তার সাথে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার পর আমি মির্যা সাহেব এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারি এবং আমার মন প্রশান্ত হয়। এরপরই আমি বয়আত গ্রহণ করি।

জ বু: বর্তমানে আপনি কি আপনার পরিবারে একা আহমদী বা আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন?

আ. লতীফ: আমি ১৯৯৯ সনে বিয়ে করি। আমার স্ত্রী জন্মগত আহমদী এবং সে নাইজেরিয়ার অধিবাসী। আমাদের একটি ১১বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে।

জ বু: আমি আপনার বাবার নাম জানতে পারি?

আ. লতীফ: আমার বাবার নাম হলো, এরি্য লী বেনেট।

জ বু: আপনি বললেন যে, আপনার নাম আব্দুল লতীফ, এটি নিশ্চয় আপন-ার আহমদী হওয়ার পরের নাম। আহমদী হওয়ার পূর্বে আপনার নাম কি ছিল?

আ. লতীফ: আহমদী হওয়ার পূর্বে আমার নাম ছিল লেনার্ড। আহমদী হওয়ার পর চতুর্থ খলীফা (রাহে.) আমার নাম আব্দুল লতীফ রাখেন।

জ বু: আপনি আহমদী হয়েছেন বেশ অনেক বছর হয়ে গেছে, তো এখন আহমদী হওয়ার পর আপনার অনুভূতি কেমন?

আ. লতীফ: আহমদী হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন আমি পূর্বের চেয়ে অনেক ভালো আছি। আমার মাঝে এখন আগের মতো রাগ বা অস্থিরতা নেই যা আহমদী হওয়ার পূর্বে আমার মাঝে ছিল। আসলে আমাদের প্রদেশে সাদা কালোর ভেদাভেদ অনেক বেশী দেখা যায়। আর আমি এমনই এক পরিবেশে বড় হয়েছি। তো এই পরিবেশে বড় হওয়ার কারণে আমার মাঝে রাগ অত্যন্ত বেশী ছিল। আমি সাদা লোকদের দেখতে পারতাম না বা একেবারেই পছন্দ কর-তাম না। কিন্তু এখন আহমদী হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমার মন অনেক প্রশান্ত এবং পূর্বে আমার যে মানসিক অবস্থা ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থানে এখন আমি আছি।

জ বু: পেশাগত জীবনে আপনি কি করেন?

আ. লতীফ: জ্বি আমি একজন এটর্নী হিসেবে কাজ করছি।

জ বু: বাংলাদেশে এটি তো আপনার প্রথম আগমন, তো এখানে এসে এখন পর্যন্ত আপনার অনুভূতি কেমন?

আ. লতীফ: আলহামদুলিল্লাহ্, এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর যেখানেই যাই সেখানেই আমার আহমদী ভাইদের মাঝে একই ভ্রাতৃত্ব দেখতে পাই। এটি আমার কাছে খুব ভালো লাগে। এখানেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি একই পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি।

জ বু: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনার সময় দেয়ার জন্য।

স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মওলানা মোবারিজ আহমদ সানি

যারা জলসায় যোগদান করতে পারেন নি তাদের সংবাদ দিন

- আল্লাহ তা'লার ফযলে দুপুর ৩টায় উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।
- এছাড়া নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফার প্রদত্ত জুমআর খুতবা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় MT A এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।
- পুরো জলসা আল্লাহ তা'লার ফযলে ইন্টারনেটে দেখা যাচ্ছে এই ঠিকানায় www.ahmadiyyabangla.org

বিদেশ থেকে আগত

প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বিদেশ থেকে যারা এসেছেন তারা হলেন-

- **মোহতরম সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের, আমেরিকা থেকে।**
- আব্দুর লতিফ বেনাট, আমেরিকা থেকে।
- ইলিয়াস শিকদার, আমেরিকা থেকে।
- ইশান আহমদ, কাদিয়ান ভারত।
- নিজামুল হক, কানাডা এবং
- আব্দুল হাদী ও মিসেস আব্দুল হাদী, যুক্তরাজ্য থেকে।

Love for All
Hatred for None

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে

৯২তম সালানা জলসা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
৫,৬,৭ফেব্রুয়ারী ২০১৬

92nd JALSA SALANA
Ahmadiyya Muslim Jama'at Bangladesh
5,6,7 FEBRUARY 2016
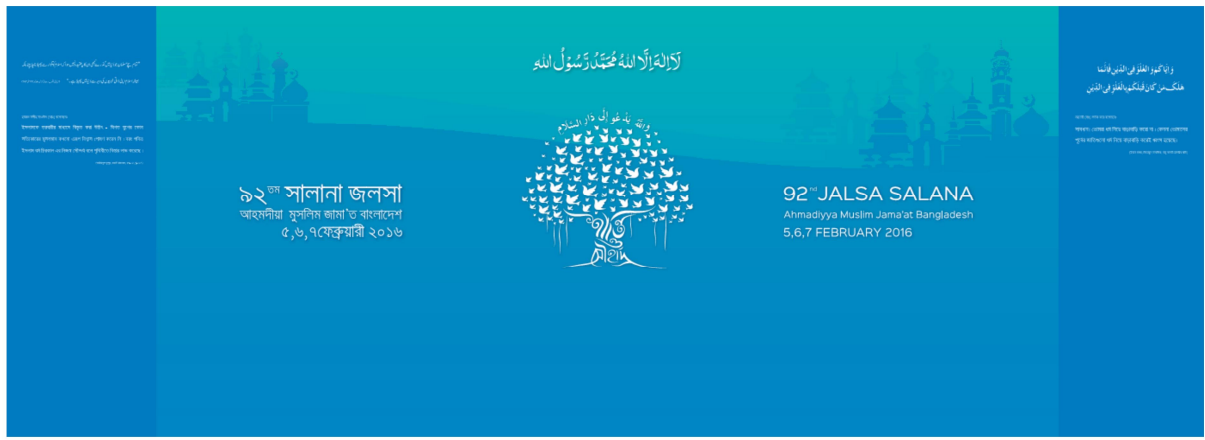
শান্তির বাণী বাহক ৯২তম সালানা জলসা

–মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রতিবেদক মওলানা মামুন-উর-রশীদ:

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৯২তম সালানা জলসার ব্যানারের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে জানবার জন্য আমাদের জলসা বুলেটিনের সদস্য বাংলাদেশের মুবাল্লেগ ইনচার্জ, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের কাছে গিয়েছিলো। তাঁর কাছে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, এবারকার যে ব্যানার হয়েছে সেটির মূল উপপাদ্য বিষয় কি?

উত্তরে তিনি আমাদেরকে জানান, এবারকার যে ব্যানার হয়েছে যার মধ্যে মৌলিকভাবে শান্তি ও সৌহার্দ্যের একটি বাণী, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রিতি এবং সৌহার্দ্য-এটা হচ্ছে প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এটিকে ফুঁটিয়ে তোলার জন্য একটি গাছ আছে যেটাকে ইসলামের গাছ বলতে পারেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে রোপিত শরীয়তের বিধান বলতে পারেন। গাছের কান্ডে হস্তলিপির মাধ্যমে শান্তি ও সৌহার্দ্যের কথা লেখা হয়েছে। আর গাছের পাতার জায়গায় আমরা দেখাচ্ছি শান্তির পায়রা। তার উপরে সূরা ইউনুসের একটি আয়াতাংশ দেয়া হয়েছে- **"ওয়াল্লাহু ইয়াদ্উ' ইলা দারিস্ সালাম"** অর্থাৎ-'হে মানবমন্ডলী! তোমাদের আল্লাহ্ তা'লা শান্তি-নিকেতনে আহ্বান জানাচ্ছেন'। অর্থাৎ, ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য হলো শান্তি-প্রশান্তি এবং নিরাপত্তা লাভ করা। এটি গাছের উপরে দেয়া আছে অর্থাৎ কলেমার নিচে। আর অন্যান্য ধর্মমতের যতগুলো উপাসনালয় আছে তাদের যে চিহ্নগুলো আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন উপাসনালয়ের বিভিন্ন চিহ্ন রয়েছে তার সাথে মিনার-তুল মসীহকে একাকার করে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে এটা বুঝানো হয়েছে যে, মিনারাতুল মসীহ এসে গেছে বিধায় অন্যদের উপাসনালয়ের হক্ব বাতিল হবে তা নয়। বরং এটি সকল ধর্মমতের অধিকার সংরক্ষণ করবে। দু'দিকে লম্বাটে দুটি ব্যানার আছে ফ্রেম আকারে যার ডান পাশে মহানবী (সা.) এর হাদীস যেটি বিখ্যাত বিদায় হজ্জের ভাষণের শেষাংশ। আর এ হাদীসটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এবং ইবনে মাজা শরীফেও বর্ণিত আছে। যার সারকথা হলো, সাবধান! ধর্ম নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করোনা। কারণ, তোমাদের পূর্বের লোকেরা একারণেই ধ্বংসই হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে কেবল একারণেই লোকেরা অশান্তির পথে পা বাড়াচ্ছে। এ হাদীসটি দেয়ার কারণ হলো, তারা যেন এই সাবধান বাণী শুনে ক্ষ্যান্ত হয়। ব্যানারের বাম প্রান্তে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর একটি উক্তি আছে যা তাঁর পুস্তক **"তারিয়াকুল কুলুব"** থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন,**"ইসলামকে তরবারীর মাধ্যমে বিস্তৃত করা উচিত-বিগত যুগের কোন সত্যিকারের মুসলমান কখনো এরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন নি। বরং পবিত্র ইসলাম ধর্ম চিরকাল এর নিজস্ব সৌন্দর্য বলে পৃথিবীতে বিস্তার লাব করেছে"**

(তারিয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৬৭)।

সবশেষে মওলানা সাহেব বলেন,মানুষের বিবেক কোন একটি কারণে জাগ্রত হয়ে থাকে। আমাদের প্রচেষ্টার কোন একটি অংশের মাধ্যমে যদি তাদের জাগ্রত মন সৃষ্টি হয় তবেই আমরা স্বার্থক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন। আমীন।

জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দোয়া

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন:
"যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করে, খোদা তাদের সহায় হোন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের উপর দয়া পরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হতে তাদেরকে নিস্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে খোদা তাঁর সেই সকল বান্দাদের সঙ্গে উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন। হে খোদা! মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এ সব দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই; আমীন, সুম্মা আমীন"।

(বিজ্ঞাপন : ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২)

জলসায় পালনীয় জরুরী বিষয়সমূহ:

- যিকরে ইলাহী ও দুরূদ পাঠে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। অতএব পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- উত্তম ব্যবহার নমুনা সকলের সামনে পেশ করুন।
- হাসিমুখে থাকুন। একে অপরের সাথে দেখা মাত্র সালাম বিনিময় করুন।
- মিষ্টি কথা যাদুর কাজ করে। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন।
- পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদ নামাযে শরীক হোন।
- জলসার দিনগুলোতে বারবার স্মরণ করবেন : আমি একজন আহমদী;
- একজন সত্যিকার মুসলমান, আমার মাধ্যমে যা কিছু বিকশিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে দোয়া, ভালবাসা, আনন্দ, পরোপকার, নম্রতা-ভদ্রতা ও মানব সেবা।